তারিখ ... 2 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ৫০ হাজার ৪৩২ কোটি টাকা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রস্তাবিত বাজেটে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলিয়ে শিক্ষাখাতে মোট ৫০ হাজার ৪৩২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি মোট বাজেটের ১২ দশমিক ৬ শতাংশ। বিগত অর্থবছরের হিসেবে সামগ্রিক শিক্ষাখাতে এটাই সর্বোচ্চ বরাদ্দ। চলতি বছরের তুলনায় প্রস্তাবিত বাজেটে এক হাজার ৪২২ কোটি টাকা বেশি। চলতি অর্থবছরে শিক্ষাখাতে ৪৯ হাজার দশ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

গতকাল জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করেন। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে এই বাজেটের আকার চার লাখ ২৬৬ কোটি টাকা।

নতুন বাজেটে শিক্ষার সুষম সুযোগ বাড়ানোর জন্য নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বাজেটে দীর্ঘদিন পর নতুন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে, যা ছিল জাতীয় সংসদ সদস্যসহ বেসরকারি শিক্ষকদের একটি অন্যতম দাবি।

মূলত শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মিলে শিক্ষাখাতকে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু গত কয়েক বছরের মতো এবারও প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষাখাতের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে 'শিক্ষা ও প্রযুক্তি' খাত ধরা হয়েছে।

এ হিসেবে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতেই বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দ। এ খাতে ৬৫ হাজার ৪৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ৫২ হাজার ৯১৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এটি ছিল মোট বাজেটের ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ। তবে সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ৫০ হাজার ২৯২ কোটি টাকা করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২২ হাজার ২২ কোটি টাকা। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলিয়ে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৮

শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

শিক্ষা : খাতে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হাজার ৪১০ কোটি টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ২৩ হাজার ১৪১ কোটি এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে পাঁচ হাজার ২৬৯ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, 'শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গুণগত উৎকর্ষতা সাধনে ৫০৩টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক ইন্টারঅ্যাকটিভ শ্রেণীকক্ষ তৈরির পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। পাশাপাশি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান ও জাতীয়করণ করা বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নে ১৪ হাজার ৮৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দু'টি প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।'

মাধ্যমিক, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষাসহ উচ্চ শিক্ষার প্রসার এবং উৎকর্ষতা সাধনে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'এ লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদি সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ১৮ দশমিক ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষার মানোন্নয়ন সময় সাপেক্ষ বিষয়।'

তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাঁচটি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আমাদের কার্যক্রম আরও জোরদার করব। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন আমাদের লক্ষ্য।'

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী জানান, 'আইসিটি শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারাদেশের ২৩ হাজার ৩৩১টি মাধ্যমিক এবং ১৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম' স্থাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং ৭টি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ইতোমধ্যে চালু হয়েছে ই-ফাইলিং পদ্ধতি। ১৮ হাজার ৫০০ সরকারি অফিস একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে।'